

অময়ের দাবী

নন্দিনী হোসেন

২১ শে অগাস্ট ২০০৫

বাংলাদেশ। তেপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের এই ভূমিতে বাস করে চৌদ্দ কোটির মত মানব সন্তান। পৃথিবীর অত্যধিক ঘন বসতি পূর্ণ দেশ গুলোর মধ্যে একটি। তবে দেশটির সব চেয়ে বড় সুবিধা যা তা হচ্ছে এখানে সবাই কথা বলে একই ভাষায়। এখানে জাতি গত দক্ষ অথবা বিচ্ছিন্নতা বাদের সমস্যা সরকার কে পোহাতে হয় না। দেশের নব্বই শতাংশ জনগন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলে ও সাধারণ মানুষের ভিতর সাম্প্রদায়িকতা তেমন একটা নেই। আমি 'সাধারণ জনগন' শব্দ টি সচেতন ভাবে ব্যবহার করছি। কারণ তার বাইরে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলকারী, জঙ্গি মৌলবাদী, দুর্বলের উপর সুযোগ সন্ধানী সন্ত্রাসীদের আমি দেশের সাধারণ জনগন থেকে পৃথক করে রাখছি। সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়াতে এরা পিঁছপা হয় না। এটা যে শুধু ধর্মের প্রতি অনুগত্যের জন্য ই করে তা নয়। করে ভয় ভীতি দেখিয়ে ছলে বলে কৌশলে মানুষের ভিতর ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। তাতে প্রধান কিছু রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্দন লাভ করে এরা কখন ও কখন ও বেপরোয়া হয়ে উঠে। দেশটির আর্থ সামাজিক অবস্থা প্রধানত গ্রাম এবং কৃষি নির্ভর। যদি ও দেশের শহর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান কে এখন আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মূলত এই শ্রেণীর উপর ই নির্ভর করে সব আন্দোলন সংগ্রাম। এমন কি রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের উত্থান পতন সব। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আর কখন ও কোন আন্দোলনেই এমন কি নব্বইয়ের গন অভ্যুত্থানেও দেশের বিশাল অংশ গ্রাম ছিল নীরব নিথর। এ কথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। আন্দোলন ছিল মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক। শহর কেন্দ্রিক বিশেষ করে ঢাকা শহর কেন্দ্রিক আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে, গ্রাম কে কেন্দ্র করে আবর্তিত মানুষের তেমন কোন মাথা ব্যথা ছিল না। মোট কথা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তাদের আর তেমন ভাবে কোন আন্দোলন সংগ্রামে সম্পৃক্ত করা যায় নি। যার জন্য দেশের বিশাল একটি জন গুষ্টি বরাবর ই সব রাজনৈতিক হিসেব নিকেশের বাইরেই থেকে গেছে। রাজনৈতিক দল গুলোর গ্রাম নিয়ে সব চেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য কিছু গ্রাম্য টাউট বাটপার এবং সন্ত্রাসী সৃষ্টি করা। এখন যে প্রশ্ন টি সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এই বিশাল জন গুষ্টিকে বাইরে রেখে সন্ত্রাস হোক অথবা ইসলামী জঙ্গি মৌলবাদীদের দমন ই হোক কোন কিছুই সঠিক ভাবে সমাধা করা সম্ভব নয়। কারণ এই সব সন্ত্রাসীরা সরল সহজ মানুষের ভীরে তাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মসজিদ মাদ্রাসার ভিতর সহজেই ঘাঁটি গাড়াতে পারে। তাদের গোপন সব কাজ কর্ম চালাতে পারে ধর্মের নাম দিয়ে মানুষের সরল বিশ্বাস এবং অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে। এখন সময় এসেছে এই বিশাল জন গুষ্টিকে সচেতন করে তোলা। তারা যেন বুঝতে পারে ধর্মের নাম নিয়ে তাদের কে বিপথে পরিচালিত করে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

সময় দ্রুতই ফুরিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী ই এখন যেখানে সন্ত্রাস দমনের জন্য একে অন্যের সহযোগীতা কামনা করছে। পারভেজ মোশারফ কে যেখানে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমেরিকা ইউরোপের সাথে এক যোগে সন্ত্রাসীদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড বলে পরিচিত মসজিদ মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হচ্ছে এবং সন্ত্রাস দমনে এক যোগে কাজ করতে হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের সমস্যাটা কোথায়? কি এমন বাধা থাকতে পারে যা মহা প্রাচীরের মতই অলংঘনীয়? তা কি অনেক টাই রাজনৈতিক বড় দুই দলের আরোপিত নিজেদের তৈরী মেকী সমস্যা নয়? দুই নেত্রীর ব্যক্তিগত বিরোধ কে কেন্দ্র করে আবর্তিত

বর্তমান রাজনীতি এই ধারায় চললে কখন ও সুস্থ গনতন্ত্র বিকশিত হবে না এটাই স্বাভাবিক। ডা; কামাল হোসেনের মত নেতারা আস্ত রিক ভাবে চাইলে অনেক কিছুই সম্ভব এখন ও। রাজনীতি একটা সুস্থ ধারায় ফিরে আসাটা জরুরী গনতন্ত্রের জন্য এবং ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের কবল থেকে দেশটিকে রক্ষার জন্য ও বটে।

এক ভয়ানক অন্ধকারের দিকে দেশ দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। বড় দুই দল এবং দুই নেত্রী যারা দেশের ভোটারের সংখ্যায় প্রায় আশি/নব্বই ভাগ জন গনের প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের এক হওয়া উচিত জাতির এই মহা ক্রান্তি লগ্নে। এখানে এক হওয়া মানে নিজ নিজ দল এবং মতাদর্শ বিলুপ্ত করে একীভূত হয়ে যাওয়া নয়। দেশের স্বার্থে, জন গনের স্বার্থে এবং সর্বোপরি তাদের নিজেদের স্বার্থে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ইস্যুগুলোতে ন্যূনতম একটা সমঝোতায় আসা দরকার। তাঁদের বুঝতে হবে সময়ের এই দাবী দুই নেত্রী যদি উপলব্ধি করতে অপারগ হোন, তাহলে শুধু দেশের ই ক্ষতি হবে না, তাদের নিজেদের ই অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। হতে বাধ্য। এখন ও সময় আছে। কথা বলুন। সবাইকে নিয়ে সংলাপ শুরু করুন। ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের কবল থেকে দেশটা কে রক্ষার জন্য সবাই বসে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন। দেশের মানুষ তাতে বল ভরসা পাবে। এগিয়ে আসবে নেত্রীদের সহযোগীতায়।

মানুষের প্রাণের স্পন্দন কে অবহেলা করে ব্যক্তিগত হিংসা বিদ্বেষ জিইয়ে রেখে বরং যারা দেশটা কে অন্ধকার গহবরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাদের ই সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। দুই নেত্রীর মুখ দেখাদেখি বন্ধের সুযোগ নিয়ে তারা এতটা ই বেপরোয়া হয়ে উঠছে যে দিনের আলোতে সবার নাকের ডগায় সারা দেশে মাত্র আধ ঘন্টা সময়ের ভিতর পাঁচ শতাধিক বোমা হামলা চালাতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের এই সাহসের পিছনে অন্যতম প্রধান যে কারণ কাজ করেছে, তা হল তারা খুব ভালোকরেই জানে ঘটনা ঘটানোর সাথে সাথে এক দল আরেক দল কে ঘটনার দায় দায়িত্ব চাঁপিয়ে দেবে। তাতে তাদের দিকে আগুল উঠানোর দায় এবং দায়িত্ব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আজ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে ভেবে দেখা দরকার। যে কোন হামলার পর পর ই একটা অদ্ভুত এবং নিরর্থক বিতর্কের ঘুরফাকেই আবদ্ধ হয়ে পরে সমস্ত ব্যাপার টি। দুই নেত্রীর হার্ড কোর সমর্থক রাও এই বিতর্ক জিইয়ে রাখতে সাহায্য করে থাকেন। যার জন্য আজ এতদূর বাড়তে দুঃসাহস পেয়েছে জঙ্গী মৌলবাদীরা। তারা যে মহরা টা দিয়ে জানিয়ে দিল ইচ্ছা করলেই তারা যে কোন সময়, যে কোন স্থানে যা খুশি তাই করতে পারে। এখন ও যদি নেত্রীদের হুশ না ফেরে তা হলে আর ফিরবে কখন? তারা যদি পরস্পরকে শুধু ঘায়েল করার তালেই থাকেন তাহলে তারা নিজেরা ও যেমন নিজেদের স্বখাত সলিলে ডুবাবেন তেমনি দেশ এবং তার জন গনের চূড়ান্ত সর্বনাশ করে দিয়ে যাবেন! সময় এখন ও ফুরিয়ে যায়নি। এখন দরকার জাতীয় ঐক্যের। বিভক্তির সময় এখন নয়। এ রকম চলতে থাকলে এই বিভক্তির চরম মাশুল একদিন সারা জাতি দেবে। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়।